

সবিনয় নিবেদন

সৈয়দ হাবিবুর রহমান

"সত্য জিজ্ঞাসা সুলভ, বিস্ময়ের সঙ্গে, Dogmatism বা Fanaticism এর বাড়াবাড়ি নেই তাঁর লেখায়। যেখানে তিনি প্রশ্নের উত্তরটা জানেন, সেখানে ও বিনীতভাবে কেবল প্রশ্নটা ই রেখে গেছেন পাঠকদের সামনে। এ রীতি দার্শনিকতার অঙ্গবিশেষ।"

আরজ আলী মাতুবরের লেখা সম্পর্কে উপরোল্লিখিত মন্তব্য করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আব্দুল মতিন।

সমাজ পরিবর্তনের পূর্ব শর্ত হিসেবে, টমাস্ পেইনের মন্তব্য, আগে রাজনৈতিক পরিবর্তন তার পরে ধর্মসংস্কার। আরজ আলী মাতুবর, কার্লমার্কস্, জেমস্ রবার্টসন চান আগে মোহমুক্ত মানুষ 'disillusioned man' তৈরী করতে, তাদের ধারণা সমাজ ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনতে হলে আগে মানুষের মন, ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের প্রয়োজন। ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীগণ নিজেদের মধ্যে শত মতানৈক্য, মতবিরোধ, এমনকি একে অন্যকে বিদা-তি, কাফির, জাহান্নামী বলার পরে ও তারা একমত যে সমাজ ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনে কোরআন ও হাদিস ই একমাত্র সমাধান। আমার বিশ্বাস, বাংলা ই-ফোরামের সকল লেখক বৃন্দ উপরোল্লিখিত তিনটি ভিন্নপথ ভিন্নদল ও মতের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু উদ্যোগ্য এক ই। সমাজ ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন। জীবিকা নির্বাহের লক্ষ্যে, জন্মভূমি ত্যাগ করে আসা, স্বজনহীন প্রবাসজীবনে, সীমাহীন কর্মব্যস্ততার মাঝে সুদেশ ও স্বজাতির উদ্যোগ্যে, অবৈতনিক ভাবে, বিনা পারিশ্রমিকে কিছু লেখা চাট্টিখানি কথা নয়। লেখকদের পথ, মত ভিন্ন হতে পারে, লেখার মান উন্নত, অনুন্নত হতে পারে, তাতে পাঠকের কি আসে যায়? পাঠক পরিচিত হতে চায় লেখকদের সাথে, জানতে চায় ভিন্নমত ও পথ। ইতিমধ্যে ই-ফোরাম জনমনে, সাধারণ মানুষের চিন্তাধারায় কি বিপুল পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হয়েছে তা অকল্পনীয়। ইংল্যান্ডের Adult Community Education , অথবা Youth and Community Development সংস্থা, শত সহস্র পাউন্ড খরচ করে ও বাঙালীদের জন্য যতটুকু করতে পারবেনা, তার চেয়ে অনেক বেশী সফলকাম হবে ই-ফোরাম।

আজ থেকে পাঁচ বৎসর পূর্বে ১০/১২ জন (Under 20) বাঙালী কিশোর কিশোরী নিয়ে নয়মাস Workshop প্রশিক্ষণ প্রস্তুতি নিয়ে, সরকারের ১০ হাজার পাউন্ড ব্যয় করে, স্থানীয় কয়েকজন ইংরেজ ও ভারতীয় কবি সাহিত্যিক লেখকদের সহযোগীতায় একটি ম্যাগাজিন ছাপিয়ে ছিলাম। প্রকাশনা উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানের আধাঘণ্টা আগে আমাদের ক্লাবের ম্যানেজমেন্ট কমিটি এক কপি ম্যাগাজিন দেখতে চাইলেন। যেই দেখা, যেন নীল আকাশে গগনবিদারী বজ্রপাত শুরু হয়ে গেল। সর্বনাশ, এই ম্যাগাজিন প্রকাশ পেলে একটি মেয়ের ও পিঠের চামড়া থাকবেনা। তাতক্ষণিক ভাবে অনুষ্ঠান বাতিল ঘোষণা করা হলো। বিষন্ন মনে Community Hall এর দরজায় দাড়িয়ে আছি। লক্ষ্য করলাম মেয়েরা আসতে শুরু করেছে। আমি মেয়েদেরকে সবুজ শাড়ী পরে আসার জন্য বলেছিলাম। তারা এসেছে-

- কি ব্যাপার হাবিব সাহেব মেহমানরা এখনো আসেন নি?
- তোমরা ঘরে ফিরে যাও।
- কেন? ম্যাগাজিন তৈরী হয়নি?
- তোমরা আমাকে প্রশ্ন করোনা-

আর বলতে পারিনি, বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ি, চোখের জলের বাঁধ ভেঙে যায়, ফোটা কয়েক অশ্রু গড়িয়ে পড়ে বুক বেয়ে। বহু কষ্টে এই মেয়েদেরকে তৈরী করে ছিলাম। ভয়ে সংশয়ে ওরা ঘরে ফিরে গেছে। সাবোর পাখি হয়ে বাসায় ফিরে গেছে, কলম হাতে আর

কোন দিন ভোরের পাখি হয়ে বেরিয়ে আসবেনা। সমাজ পরিবর্তনকামী লেখকবৃন্দ অনুমান করতে পেরেছেন কি, মেয়েরা কি লিখেছিল ঐ ম্যাগাজিনে? ই-ফোরামে ইতিমধ্যে নতুন প্রজন্ম তাদের আশা, আকাংখা, অভিপ্রায়, Expectations চিন্তা, বিশ্বাস ব্যক্ত করতে শুরু করেছে, নতুন নতুন লেখকের সংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে পাঠকের সংখ্যা। এইতো সেদিন এক নতুন সদস্য ই-মেইলে লিখলেন "আমি আপনাদের নতুন সদস্য, It is a great place for education". এই ছোট্ট কথাটির তাৎপর্য কার কাছে কতটুকু জানিনা, আমার কাছে মনে হয় যে সুহৃদ ব্যক্তিগণ, যে উদ্দেশ্যে ফোরাম তৈরী করেছেন তার অনেকাংশ ই সার্থক হয়ে গেছে। কিন্তু পরম হতাশা ও দুঃখের সহিত বলতে হচ্ছে, যেভাবে আমাদের ভাষাবিদ শিক্ষিত গুরুগণ ব্যাকরণ নিয়ে মেতে উঠেছেন তাতে তাঁরা শুধু নতুন লেখকদেরকে ই নিরুৎসাহিত করছেন না, পাঠকদের কাছে ও ফোরামকে করে তুলছেন আকর্ষণহীন। তাই সকল লেখক বৃন্দের প্রতি সবিনয় নিবেদন, লেখক কে লিখতে দিন, পাঠককে পড়তে দিন। আগাছা-পরগাছায় পূর্ণ পরিত্যক্ত জঙ্গলের চেয়ে কুসুমহীন বাগান ভাল, ফুল একদিন ফোটতে ও পারে।

সৈয়দ হাবির রহমান
ইংল্যান্ড ২০০৩।